[redacted]

[redacted]

এসব দেশে সব সিগারেট এক দামে কিনতে হয়, কোন মূল্য স্তর নেই।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কেবলমাত্র বাংলাদেশে স্তরভিত্তিক অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্র্রব্যের ওপর করারোপ করা হয়। তিনি থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার সফলতার তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে সুনির্দিষ্ট করারোপের সুবিধাসমূহ তুলে ধরেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রচলিত ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২’ এর ধারা ১৫(৩) ও ৫৮ অনুযায়ী সবধরনের তামাকজাতপণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা সম্ভব।

ড. রুমানা হক বলেন, বিশ্বে তামাক নিয়ন্ত্রণে সফল দেশগুলো ‘অ্যাড ভেলোরেম’ করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে ‘সুনির্দিষ্ট করারোপ’ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ‘সুনির্দিষ্ট করারোপ’ পদ্ধতিতে দ্রব্যের মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের পরিবর্তে দ্রব্যের পরিমাণের ওপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হলে করের পরিমাণ নির্ণয় ও কর আদায় করা সহজ হবে, সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে এবং তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমবে।

ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি হলে জনস্বাস্থ্য রক্ষা পাবে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের কর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ১১ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেবে এবং ৮ লক্ষ তরুণ নতুন করে ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে। একইসঙ্গে রাজস্ব আয় প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

এসময় নিখিল ভদ্র বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ নিশ্চিত করতে অধিক হারে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়াতে হবে যেন তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে তারা ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জন্য কর প্রস্তাবও তুলে ধরেন। এই প্রস্তাবে রয়েছে- বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা। প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য নিম্ন স্তরে ৫০ টাকা, মধ্যম স্তরে ৭০ টাকা, উচ্চ স্তরে ১১০ টাকা ও প্রিমিয়াম স্তরে ১৪০

টাকা নির্ধারণ করে যথাক্রমে ৩২.৫০ টাকা, ৪৫.৫০ টাকা, ৭১.৫০ টাকা, এবং ৯১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ২৫ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে যথাক্রমে ১১.২৫ টাকা এবং ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এবং প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। ই-সিগারেটের উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা।

পাশাপাশি সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকার সুপারিশ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে আরিয়ান ফিরে পেল তার পিতৃস্নেহ

চুয়াডাঙ্গায় মানবিক কাজের পাশাপাশি সকল ধরনের মানুষের বিপদে-আপদে কাজ করে যাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম। এরইমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় মানবিক পুলিশ সুপার নামে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে পুরো চুয়াডাঙ্গা জেলার মানুষের মাঝে। পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি মানবিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য সুনাম অর্জন করেছেন তিনি।

১১ ই মে বেলা সাড়ে বারোটার সময় পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় মোছাঃ ববিতা খাতুন, ফিরে পেল তার সুখের সংসার, আরিয়ান ফিরে পেল পিতৃ স্নেহ। মোছাঃ ববিতা খাতুন (২৮), পিতা- মোঃ রমজান আলী, সাং- ভাংবাড়ীয়া, থানা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর সাথে অনুমান ১২ বছর পূর্বে মোঃ আশাবুল ইসলাম (৩০), পিতা-ছুরালী মন্ডল, সাং- ভাংবাড়ীয়া মন্ডল পাড়া, থানা-আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিবাহ হয়। তাদের সংসার জীবনে আরিয়ান (০৬) নামের ফুটফুটে একটি সন্তান রয়েছে।

বিয়ের কয়েক বছর পর হতে যৌতুকের দাবিতে মোঃ আশাবুল তার স্ত্রী ববিতা খাতুনের সাথে পারিবারিক কলহে জড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে আশাবুল ববিতা খাতুনকে শরিরীক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। ইতোমধ্যে ববিতা খাতুন যৌতুক দিতে ব্যার্থ হওয়ায় ০২ বছর পূর্বে আশাবুল ইতি খাতুন নামক একজনকে বিবাহ করে হাটবোয়ালিয়া, বাসাভাড়া করে থাকতে শুরু করে এবং ববিতা খাতুন ও তার সন্তানের কোন খোজ খবর নেয় না।

ববিতা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান চেয়ে যোগাযোগ করেও কোন সমাধান না পেয়ে। অবশেষে তার অসহায়ত্ব থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা নিকট আসেন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত বিষয়টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এর দায়িত্ব প্রাপ্ত এএসআই (নিরস্ত্র) মিতা রানী কে দায়িত্ব দেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন।

পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় মোঃ আশাবুল ইসলাম তার স্ত্রী মোছাঃ ববিতা খাতুনের সাথে পুনরায় সংসার করতে ও সন্তানের ভরণ পোষণ দিতে সম্মত হয়। অবশেষে পুলিশ সুপার এর হস্তক্ষেপে মোছাঃ ববিতা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার ও আরিয়ান ফিরে পেল পিতৃ স্নেহ।

কোটচাঁদপুরে বজ্রপাতে নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বজ্রপাতে মালেকা (৩০) নামে এক নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে উপজেলার কুশনা গ্রামের দুয়ারপাড়ায় এ

ঘটনা ঘটে। নিহত মালেকা ওই গ্রামের নজীর আলীর স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, মঙ্গলবার বিকালে বাড়ির পাশে একটি মাঠে মালেকা ও তার স্বামী ধান মাড়ায় করছিল। স্বামী নজীর আলী ধানের বিচুলী রাখতে বাড়ি যায়। এসময় ঝড়বৃষ্টি চলাকালে বজ্রপাতে ঝলসে গিয়ে ঘটনাস্থালেই স্ত্রী মালেকা মারা যায়।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মঈন উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি আমি শুনেছি। ঘটনাস্থলে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ পরিদর্শন করেছে।

মেহেরপুরে ০৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯৩১ জনে। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৬১ জন।

রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৪ টি রিপোটের মধ্যে ০৪ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৭৪০ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৭ জন। এর মধ্যে সদরে-১৭, গাংনীতে- ০৬, মুজিবনগরে- ০৪ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৮১৩ জন। অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৯ জনকে।

ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর সদরের নতুন পড়ার আবুল কালাম (৫৪), ওয়াপদা পাড়ার জিএম হাসান শাহরিয়ার (৩৬),

স্টেডিয়াম পাড়ার জাহিদ হাসান (২২) ও জেলখানা আশরাফুল ইসলাম (৩৫)।

মিশ্র ফলের বাগানে সফল মেহেরপুরের জুবায়ের হোসেন

মেহেরপুর সদর উপজেলার রামদাসপুরে মিশ্র ফলের বাগান করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন জুবায়ের হোসেন। নিজের বসত বাড়ির পাশে ২ বিঘা জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে বাগানটি।

ইতোমধ্যে তার দেখাদেখি এলাকার এখন অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক ফল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বর্তমানে তার বাগানে মাল্টা, চায়না কমলা, কয়েক জাতের আপেল, আনার, বারোমাসী সজিনা, সৌদি খেজুর রয়েছে। অন্যান্যদের সহযোগীতায় ফল চাষে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন প্রতিনিয়ত।

তরুণ উদ্যোক্তা মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে জুবায়ের হোসেন শখের বসে গত এক বছর আগে ২ বিঘা জায়গা নিয়ে বাগান শুরু করেন। এই বছরে কিছু কিছু গাছে ফল আসায় তরুণ জুবায়ের হোসেন সহ এলাকাবাসী খুব খুশি। তবে সামনে বছর থেকে ফল বাজারে উঠবে বলে আশা রাখছে এই তরুণ উদ্যোক্তা।

আপেল, চায়না কমলা, মাল্টার মিশ্র চাষ দেখতে মেহেরপুরসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ বাগানে ভীড় জমাচ্ছে। আপেল, চায়না কমলা এবং মাল্টা চাষ সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছে বিভিন্ন এলাকার যুবকরা। অনেকেই চারা কিনতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোনে যোগাযোগও করছেন।

তরুণ উদ্যোক্তা জুবায়ের হোসেন বলেন, আমি বাগানটা শখের বসে তৈরি করি। প্রথমে মালটা, চায়না কমলা, দার্জিলিং কমলা, সীডলেস লেবু লাগানোর পর বাগানটাকে নতুনত্ব দেওয়ার জন্য আপেল নিয়ে কাজ শুরু করি। আমার বাগানের বয়স যখন এক বছর তখন হিসাব করে দেখলাম যে সফলতার দিকে হাঁটছি। আমি আবার কিছু নতুন প্রজাতির চারা সংগ্রহ

করি।

আমার বিশ্বাস আপেলের উপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে আমাদের চাষী ভাইয়েরা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে সক্ষম হবে। আমার এখানে পাঁচ থেকে ছয় রকমের আপেলের চারা আছে আর এগুলোর সবই বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী।

আমার বাগানে আপেলের গাছ আছে ২০টা, মাল্টার গাছ আছে ৭০টা, চায়না কমলার গাছ আছে ৭০ টা, দার্জিলিং কমলা ৭০টা সীডলেস লেবু ৫০টা। আমার এখানে বিক্রয় উপযোগী ৩ হাজার মালটা এবং ২৫০০ মতো আপেলের চারা আছে। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সাড়া পাচ্ছি। অনেকেই চারা কিনতে যোগাযোগ ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

মেহেরপুর রাধাকান্তপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ড দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাধাকান্তপুর বাজার সংলগ্ন মতিনুর এর হোটেল থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এসময় কারিজুলের চায়ের দোকান ও মতিরুলের সাইকেল মেরামতের দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়। সংবাদ পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

হোটেল মালিক মতিনুর জানান, গতকাল শুক্রবার রাত ১১ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আমার কাছে ফোন আসে দোকানে আগুন লেগেছে। সংবাদ পেয়ে দোকানে পৌঁছে দেখি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। কিন্তু ততক্ষণে আমার দোকান পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

আলমডাঙ্গা বিভিন্ন সাহিত্য পরিষদ উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি, আলা উদ্দিন আহমেদ পাঠাগার ও কলমিলতা সাহিত্য পত্রিকার আয়োজনে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৬ টার দিকে শহরের একটি হোটেলে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোস্বামী দূর্গাপুর হাইস্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক মাঃ মনিরুজ্জামান।

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও অবঃ শিক্ষক ওমর আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি শাহ আলম মন্টু।

গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সমন্বয়ক ও প্রেসক্লাব সেক্রেটারি হামিদুল ইসলাম আজমের উপস্থাপনায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কবি আ.ফ.ম. সিরাজ সামজি|

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি কবি জামিরুল ইসলাম খান জামিল, সেক্রেটারি কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক কবি শাহিনুর রহমান অপূর্ব, আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক ও কবি গোলাম রহমান চৌধুরী।

এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদস্য ইয়ামিন, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শামীম রেজা,শাহাবুল হক, ডাঃ আতিক বিশ্বাস, সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, তানভীর সোহেল, আজহারুল ইসলাম রাতুল প্রমুখ।

কালীগঞ্জে গাছের সঙ্গে র্যাবের পিকআপের ধাক্কা, আহত ২

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কেয়াবাগান নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে র্যাব-৬ এর একটি পিটআপের ধাক্কায় দুই জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভোর ৬ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় সঞ্জীব ও মিরাজ নামে দুই র্যাব সদস্য আহত হয়েছেন।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ উপজেলার কেয়াবাগান এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় র্যাবের একটি পিকআপ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুত্বর আহত অবস্থায় দুই র্যাব সদস্যকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার দিকে দুর্ঘটনায় কবলিত গাড়িটি উদ্ধার করে ঝিনাইদহের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে ০২ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

তারা দু’জনই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯২৬ জনে। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৫৬ জন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৫ টি রিপোটের মধ্যে ০২ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৭১৫ টি। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১২ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৫ জন। এর মধ্যে সদরে-১৪, গাংনীতে- ০৬, মুজিবনগরে- ০৫ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৮১১ জন। অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৭ জনকে।

ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর সদরের রাজনগরের কবির চৌধুরী (৪৭), ওয়াপদা পাড়ার ডা. নার্গিস সুলতানা (৩৬)।

ঝিনাইদহে মাইক্রোবাস চাপায় রংমিস্ত্রী নিহত

ঝিনাইদহ শহরের কবি সুকান্ত সড়কে মাইক্রোবাসের চাপায় মিলন উদ্দিন
(৩৬) নামের এক রংমিস্ত্রী নিহত হয়েছেন।

বুধবার বিকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিলন উদ্দিন শহরের ব্যাপারীপাড়ার আব্বাস উদ্দিন সড়কের মৃত বদর উদ্দিন খাঁ’র ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ইরান মন্ডল জানান, বিকেলে মিলন স্টেডিয়ামের পাশে রংয়ের কাজ করে টাকা নেওয়ার জন্য বসে ছিলেন। এসময় আদর্শপাড়া থেকে শহরের এইচএসএস সড়কের দিকে যাওয়া একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সীমানা প্রচীরের সাথে মিলনকে চাপা দেয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ভাংচুর করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মাইক্রোবাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছে। এ

ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।